সংবাদ

তারিখ ... 4 MAY 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

জাবি পরিস্থিতি

প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসে শিক্ষকদের কর্মসূচি প্রত্যাহার : আন্দোলন চালাবে শিক্ষার্থীরা

প্রতিনিধি, জাবি

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর আন্দোলন কর্মসূচি প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। তবে উপাচার্য শরীফ এনামুল কবির পদত্যাগ না করা পর্যন্ত অনশন কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। শরীফ এনামুল কবিরের পদত্যাগ দাবিতে গত মঙ্গলবার থেকে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অনশন করছে শিক্ষার্থীরা। এরপর আন্দোলনরত শিক্ষকরাও এ কর্মসূচিতে যোগ দেয়।

গতকাল সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাতের পর ক্যাম্পাসে ফিরে আন্দোলনরত শিক্ষকদের ফোরাম 'শিক্ষক সমাজের' আহ্বায়ক অধ্যাপক নাসিম আখতার হোসাইন এক সংবাদ সম্মেলনে কর্মসূচি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যে কথা দিয়েছেন, তাতে আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। এই আস্থা রেখেই আমরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। আশা করছি, তিনি দ্রুত একটা সমাধান দেবেন।' শিক্ষক সমাজের সংবাদ প্রধানমন্ত্রীর : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

প্রধানমন্ত্রীর : আশ্বাসে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সম্মেলনের কয়েক মিনিট আগে সন্ধ্যা ৭টায় সংবাদ সম্মেলন করে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। তাদের মুখপাত্র এবং জাহাঙ্গীরনগর সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক শাকিলা শারমিন বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসের ওপর আমরা শ্রদ্ধাশীল। তবে উপাচার্যের পদত্যাগের স্পষ্ট ঘোষণা আসার আগ পর্যন্ত আমরা অনশন কর্মসূচি চালিয়ে যাব।

সংবাদ সম্মেলনের পর উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে মিছিল বের করে 'জাহাঙ্গীরনগর সাংস্কৃতিক জোট' ও 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর'। গতকাল দুপুরে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় থেকে বেরিয়ে অধ্যাপক নাসিম আখতার সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'আমরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আমাদের বলেছেন, আমরা তার ওপর আস্থা রাখতে পারি। তিনি আমাদের হতাশ করবেন না। আমাদের একটাই দাবি, উপাচার্যের পদত্যাগ। আমরা তাকে স্পষ্টভাবে বিষয়টি জানিয়েছি।'

এদিকে গতকাল দুপুরে আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠকের পর সন্ধ্যায় উপাচার্য শরীফ এনামুল কবির এবং তার সমর্থক শিক্ষকদেরও ডেকে পাঠান প্রধানমন্ত্রী। সন্ধ্যায় অধ্যাপক শরীফসহ তার ঘনিষ্ঠরা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রবেশ করেন।

গত ৯ জানুয়ারি ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী জুবায়ের আহমেদ 'উপাচার্যপন্থী' ছাত্রলীগের হাতে খুন হওয়ার পর থেকেই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে এক ধরনের অচল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যক্রম। ওই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ১৩ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করলেও শিক্ষক নিয়োগের বিরোধিতা করে এবং উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে ধাপে ধাপে আন্দোলন চালিয়ে আসছে 'শিক্ষক সমাজ'। শিক্ষকদের আন্দোলনের একপর্যায়ে গত সপ্তাহে সাংস্কৃতিক জোট নেতাদের ওপর 'উপাচার্যপন্থি ছাত্রলীগ' হামলা চালালে শিক্ষার্থীরাও শরীফ এনামুল কবিরের পদত্যাগ দাবিতে আন্দোলনে নামে। গত মঙ্গলবার থেকে অনশনরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঁচজন গতকাল অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর মধ্যে রাসেল রানা, আতিয়া ফেরদৌসী চৈতির অবস্থার অবনতি ঘটেছে। তাদের স্যালাইন দেয়া হচ্ছে। আন্দোলনের সঙ্গে গতকাল বৃহস্পতিবার সংহতি জানান লেখক-সাংবাদিক সৈয়দ আবুল মকসুদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রোবায়েত ফেরদৌস, ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের সাবেক সভাপতি শরীফুজ্জামান শরিফ প্রমুখ।